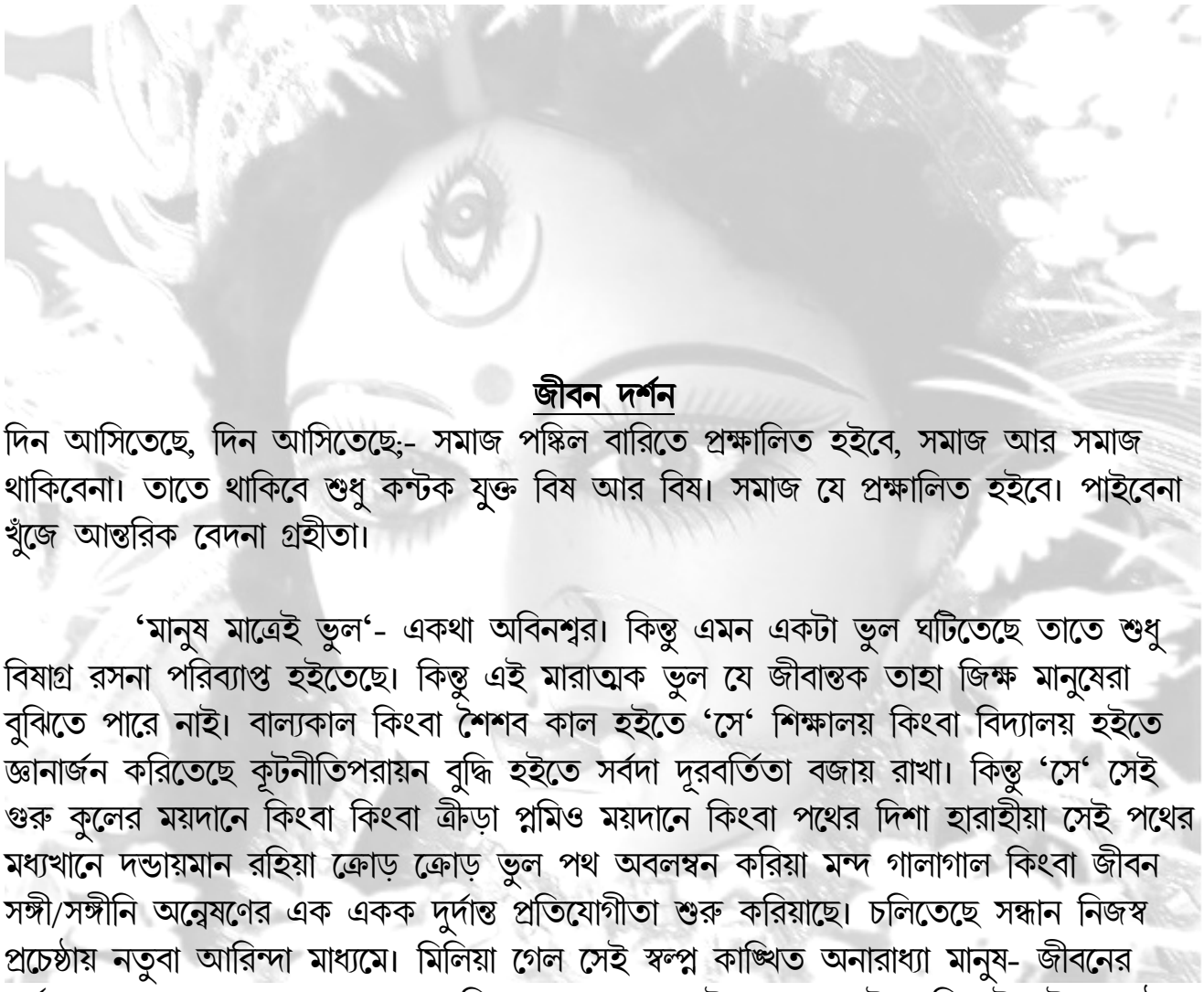

জীবন দর্শন

দিন আসিতেছে, দিন আসিতেছে;- সমাজ পঙ্কিল বারিতে প্রক্ষালিত হইবে, সমাজ আর সমাজ থাকিবেনা। তাতে থাকিবে শুধু কন্টক যুক্ত বিষ আর বিষ। সমাজ যে প্রক্ষালিত হইবে। পাইবেনা খুঁজে আন্তরিক বেদনা গ্রহীতা।

'মানুষ মাত্রেই ভুল'- একথা অবিনশ্বর। কিন্তু এমন একটা ভুল ঘটিতেছে তাতে শুধু বিষাগ্র রসনা পরিব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই মারাত্মক ভুল যে জীবান্তক তাহা জিক্ষ মানুষেরা বুঝিতে পারে নাই। বাল্যকাল কিংবা শৈশব কাল হইতে 'সে' শিক্ষালয় কিংবা বিদ্যালয় হইতে জ্ঞানার্জন করিতেছে কূটনীতিপরায়ন বুদ্ধি হইতে সর্বদা দূরবর্তিতা বজায় রাখা। কিন্তু 'সে' সেই গুরু কুলের ময়দানে কিংবা কিংবা ক্রীড়া প্লমিও ময়দানে কিংবা পথের দিশা হারাহীয়া সেই পথের মধ্যখানে দন্ডায়মান রহিয়া ক্রোড় ক্রোড় ভুল পথ অবলম্বন করিয়া মন্দ গালাগাল কিংবা জীবন সঙ্গী/সঙ্গীনি অন্বেষণের এক একক দুর্দান্ত প্রতিযোগীতা শুরু করিয়াছে। চলিতেছে সন্ধান নিজস্ব প্রচেষ্ঠায় নতুবা আরিন্দা মাধ্যমে। মিলিয়া গেল সেই স্বল্প কাঙ্খিত অনারাধ্যা মানুষ- জীবনের পর্যায়ে শুরু হল নতুন এক অধ্যায়। কিয়ৎকাল পশ্চাৎ হইলে পরে সেই কাঙ্খিতই হইয়া ওঠে অনাকাঙ্খিত। তখন আবার তত্ত্ব-তালাশ চালাইয়া দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্যত্র হইতে নব কাউকে ধরিয়া আনিবার কোনো প্রয়োজন হয় না। বরং সেখান হইতেই নিজেস্ব মানসিক বুদ্ধি আপরীক্ষিত রাখিয়া নব কেউ চলিয়া আসে 'কৃষ্ণলীলা' য তৈরি করিতে হইবে।

কিন্তু যখন প্রকৃত সময় হইবে তখন তুমি কাউকে খুঁজিয়া পাইবেনা নিজস্ব- কারণ তুমি যে উনার প্রত্যাশিত মানুষ নও। কিন্তু এতে সমাজ 'সুধাগ্রস্থ' হচ্ছেনা; হচ্ছ শুধু কলুষিত। তাই এই

কুশাঙ্কুর হইতে দুরত্ত্বে চলিবার পথটুকু নিজেদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিতে হইবে, নতুবা জীবন ধ্বংসমুখ অনুসরনকারী- অবিশ্যম্ভাবী। ঠিক এই সময়ে যদি বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন প্রমুখ জীবন ধরন পাল্টাইবার মহা পুরুষেরা বা তাঁদের বাণী কিংবা উপদেশাবলী প্রসারিত হয়, তাহা হইলে সেই 'প্রাচীন' যুগের মতো এক নবযুগ সৃষ্ঠি হইবে। বর্তমান সভ্যতায় তাঁহা দিগের দর্শিত পথ দর্শন নিতান্তই প্রয়োজন এবং তাঁহাদিগের অগ্নিশিখা সম পরিবর্তন কারী বাণী হৃদয়মঞ্চে গ্রথীত হওয়াও ততটাই প্রয়োজন নতুবা পার্থিব সভ্যতার অবশেষ টুকু চিতানলে ভষ্মীভূত হইয়া যাইবে।

--- রত্নজ্যোতি চক্রবর্তী